দৈনিক বাংলা

তথ্য ও পরিসংখ্যান ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

0076

তারিখ ... 06 JUL 1989 ...
পৃষ্ঠা ... 5 ... কলাম 3 ...

বহিস্কৃত পরীক্ষার্থীদের সমিতি চাই

চলতি বছরের এইচএসসি পরীক্ষা এখন শেষ পর্যায়ে। মাসখানেক আগে শুরু হয়েছিল এই পরীক্ষা এবং সেই সঙ্গে শুরু হয়েছিল গণটুকলিফাই-এর মহোৎসব। অবশ্য এই উৎসবের সূচনা এ বছরই ঘটেনি। তথ্যাভিজ্ঞ মহলের মতে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এই উপমহাদেশে পরীক্ষার হলে নকল নামক কর্মকান্ডের সূত্রপাত ঘটেছিল। ক্রমশঃ তা বিকশিত হয়েছে। ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়েছে।

তবে এদেশে উৎসবের সাথে নকল করার সূচনা হয়েছিল স্বাধীনতার পর। পরীক্ষিৎদের ধারণা হয়েছিল স্বাধীন দেশের ছাত্রদের অবশ্যই নকলের স্বাধীনতা থাকবে।

কর্তৃপক্ষ কিন্তু এই ধারণার সাথে কখনো মতৈক্য পোষণ করেননি। তবে নকলের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করার তেমন সাহসও তারা সঞ্চয় করতে পারেননি। বরং কোন কোন কলেজের কর্তৃপক্ষ নকল করাকে হালাল কাজ হিসেবে গণ্য করেছেন এবং এই 'হালাল' কাজের সুযোগদানের জন্য কোন কোন কলেজের অধ্যক্ষ থেকে শুরু করে অধ্যাপকরাও গভীর আগ্রহ ও সাফল্য দেখিয়েছেন। এর জন্যে অবশ্য দুটো পয়সা অতিরিক্ত কামাই হয়েছে তাদের।

দুঃখের বিষয়, মাস্টার সাহেবরা যাই ভাবুন আর যাই করুন, সরকার ভারী গোল বাধিয়েছেন এবার—গণটুকলিফাই-এর ব্যাপারে। নকলের বিরুদ্ধে ভারী কড়াকড়ি করার হুকুম জারী করেছেন। ফলে এ বছরের এইচএসসি পরীক্ষার প্রথমদিন থেকেই নকল পাকড়াও শুরু হয়েছে। নকল করতে গিয়ে নাকাল হয়েছে অনেক পরীক্ষার্থী। বের করে দেয়া হয়েছে যাদের তাদের সংখ্যা হাজারের কোঠায়। আর এই রকম কড়াকড়ি করা হলে নকল করা সুবিধা হবে না এমনি আশংকা করে পরীক্ষার হলে ঢোকার কষ্ট স্বীকার করতে গররাজী যারা হয়েছে তাদের সংখ্যাও নেহায়েত ফ্যালনা নয়।

পাবনা জেলার বেড়া উপজেলায় এবারের এইচএসসি পরীক্ষায় বহিস্কৃত অর্ধশত ছাত্রের এক সম্মেলন হয়ে গেল কয়েকদিন আগে, পত্রিকান্তরে বেরিয়েছে এই খবর। যারা পরীক্ষাদান থেকে বিরত রয়েছে তাদেরও অনেকে যোগ দিয়েছে এই সম্মেলনে। যদিও এই মহান সম্মেলনে কে সভাপতির আসন অলংকৃত করেছিলেন, প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথির আসনেই বা কারা উপবিষ্ট হয়ে সম্মেলনকে সাফল্যের চিলেকোঠায় পৌঁছে দিয়েছেন তা বলা হয়নি সংশ্লিষ্ট খবরে। তবে সম্মেলনের আলোচনার বিবরণ দেয়া হয়েছে এবং তাতে বলা হয়েছে যে, বহিস্কৃত ছাত্রদের সম্মেলনে যেসব শিক্ষক মহোদয় নকল করার সুযোগদানের জন্য ২ থেকে ৩ হাজার টাকা নিয়েছেন তাদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করা হয়েছে এবং ঐ টাকা ফেরত দানের জন্য বজ্রকঠোর দাবী পেশ করা হয়েছে।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তটি ছিলঃ এ বছর টুকলিফাই প্রতিরোধে কড়াকড়ি আরোপ করার বিরুদ্ধে সম্মেলনের মতে এ ব্যাপারে তারা কর্তৃপক্ষের উদার তাই প্রত্যাশা করেছিল—অতীতে এমনটা ঘটে গেছে। তার বদলে এই ধরনের বেয়াড়া কড়াকড়ির কোন অর্থ হয় না। সম্মেলনে অভিমত প্রকাশ করা হয় যে, ছাত্ররাই হচ্ছে জাতির মেরুদন্ড। সেই ছাত্রদের যদি পরীক্ষার হল থেকে নকল করার অজুহাতে বহিস্কার করা হয় তাহলে জাতির মেরুদন্ড দুর্বল হয়ে যাবে। ফলে জাতিও তো ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে যাবে। মেরুদন্ড সোজা না হলে জাতি তো একদিন নতজানু হয়ে পড়তে বাধ্য হবে। অনুমিত হয়, আজ জাতি যে সব সমস্যায় আক্রান্ত তা কি কর্তৃপক্ষের নকলবিরোধী তৎপরতার প্রত্যক্ষ পরিণতি?

যারা অতীতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরীক্ষায় নকল করেছেন অথবা প্রতিটি পরীক্ষায় টুকলিফাই-এর আশ্রয় নিয়েছেন তারা সরকারের তথা কর্তৃপক্ষের বর্তমান নকল বিরোধী মনোভাবের কঠোর নিন্দা করেছেন। তাদের মতে, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের দিনগুলো থেকে যে মহান কর্মকান্ডের সূচনা হয়েছে ক্রমশ পল্লবিত হয়ে তা আজ এক মহান ইনস্টিটিউশনে পরিণত হয়েছে। আমাদের শিক্ষাজীবনের সঙ্গে এই কর্মকান্ড একাকার হয়ে গেছে। আজ এর বিরুদ্ধে এমন সোচ্চার হওয়া কোন মতেই সমীচীন নয়।

তারা বলেন, 'আমরা সরকারের টুকলিফাই বিরোধী তৎপরতার কঠোর নিন্দা করছি। প্রসঙ্গত তারা বলেন, এ বছর এইচএসসি পরীক্ষার নকলের ব্যাপারে কতিপয় ঘটনা তাদের যেমন বিস্মিত করেছে তেমনি কোন কোন ঘটনা তাদের ক্ষুব্ধও করেছে।

যেমন তারা পাবনার আলীয়া মাদ্রাসার ঘটনার উল্লেখ করে বলেন যে "সেখানে দুজন পরীক্ষার্থিনী অর্থাৎ দুজন মহিলার বোরখার ভিতর থেকে কেবল নকল বের করাই হয়নি। তাদের বোরখা খুলে তা খাতার সাথে পাঠানো হয়েছে।

"কাজটা," তারা বলেন, "মারাত্মক অপরাধ হয়েছে বলে আমরা মনে করি। একে তো পরীক্ষার্থিনীরা মাতৃ জাতি। তাই তাদের নকল ধরে মাতৃজাতির অবমাননা করা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ বোরখা হচ্ছে পর্দা পুসিদার ব্যাপার। টুকলিফাই করা এমন অপরাধ নয় যে সেই অজুহাতে কোন মহিলাকে বেপর্দা করা যেতে পারে। তেমনি ঝিনাইদহের পরীক্ষার্থিণীর মেপজামা কেটে খাতার সাথে পাঠানো উচিত হয় নাই।"

"এতে" তারা বলেন, "কিছু কিছু টেকনিক্যাল অসুবিধাও আছে। যেমন পরীক্ষার খাতার সাথে বোরখা প্যাক করা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। তাছাড়া এর ফলে পরীক্ষার খাতার ডাকমাসুল ভীষণভাবে বেড়ে যাবে। সরকারী অর্থের এই অপচয় আমাদের চোখ বুজে সহ্য করতে হবে?"

"হালে নকল সংক্রান্ত সংবাদগুলোতে 'বস্তা' শব্দটির বহুল প্রয়োগ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বলা হচ্ছে যে অমুক কলেজ থেকে কিংবা অমুক মাদ্রাসা থেকে অত বস্তা নকল উদ্ধার করা হয়েছে। এই কথা বলা কি অর্থহীন নয়? বস্তা তো কোন ইউনিট নয়—পরিমাপের কোন ভিত্তি নয়। বস্তা নানা আকারের এবং তার ভিতরের পণ্য [illegible] কোন কোন বস্তায় আড়াই মণ চাল ধরে, আবার সেই বস্তায় ১০ সেরের বেশি তুলা ধরে না। তাই বস্তা শব্দটি ব্যবহার করা কোনমতেই সমীচীন নয়।

"তার চাইতে অমুক কলেজ থেকে ১০ কিলো কিংবা ২০ টন নকল উদ্ধার করা হয়েছে—এভাবে বলা উচিত। দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করার কোন অধিকার সংবাদপত্রের নেই।"

মহলটি বলেন যে, যাই হোক, কর্তৃপক্ষের গণটুকলিফাই-বিরোধী ভূমিকার বিরুদ্ধে বর্তমান ও ভবিষ্যতের পরীক্ষার্থীদের এখন থেকেই উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়া উচিত। তারা বলেন " এ বছর গণটোকাটুকির বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি কড়াকড়ি আরোপ করা হলেও দুঃখের বিষয়, পরীক্ষার্থীরা গত বছর কিংবা তার আগের বছরের মত নকল করার দাবীতে আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়েননি।

"নকল করার অধিকার দিতে হবে" এই নারা তুলে মিছিল করেননি সাড়া জাগাননি। তাদের এ বচন ব্যবহার দুঃখজনক। তবে এ বছরের এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী বহিস্কৃতদের একাংশ বেড়ায় যে সম্মেলনে মিলিত হয়েছেন আমরা তাকে স্বাগত জানাই এবং এটাকে একটি নতুন, অধ্যায়ের সূচনা বলে অভিহিত করতে চাই। তাদের কাছে আমাদের একটি সুপারিশ আছে। তা এই যে তাদের অচিরেই একটি সমিতি গড়ে তোলা উচিত। বস্তুত সংগঠন ছাড়া কোন আন্দোলন সফল হয়ে ওঠে না। আমাদের বিশ্বাস, তারা এই সুপারিশ অবিলম্বে কার্যকর করবেন।

পরিশেষে, তারা বলেন কোন কোন কলেজের শিক্ষক নকল করার সুযোগ দানের জন্য শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে টাকা পয়সা নিয়েছেন। আমরা এটাকে অন্যায় বলে মনে করি না। বিশেষ করে স্কুল কলেজের মাস্টার সাহেবেরা গরীব আর সকলের কপালে প্রাইভেট টুইশানি জোটে না। আমরা তাই তাদের এই বিকল্প আয়ের অধিকার মেনে নিচ্ছি। তবে তারা যদি তাদের উপর আরোপিত দায়িত্ব পালনে অর্থাৎ নকল করার সুযোগ দানে ব্যর্থ হন তাহলে তাদের অবশ্যই পরীক্ষার্থীদের টাকা পয়সা ফিরিয়ে দিতে হবে।

—খোন্দকার আলী আশরাফ